তারিখ ... 31 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

আগামীকাল এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা

এবারও ঝরে পড়ছে সাড়ে চার লাখ

শিক্ষাঙ্গন থেকে ঝরে পড়ার সমস্যা দীর্ঘদিনের। এবারের মাধ্যমিক (এসএসসি) ও সমমানের পরীক্ষায় প্রায় সাড়ে ৪ লাখ শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছে না।

আগামীকাল ১ ফেব্রুয়ারি বুধবার থেকে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। মোট ১০টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবার পরীক্ষার্থী ১৪ লাখের উপরে। কিন্তু নবম শ্রেণীতে নিবন্ধন করেও প্রায় সাড়ে ৪ লাখ শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছে না।

গত রোববার এসএসসি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থাপিত এই তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে সংবাদসহ সব পত্রিকায় গত সোমবার খবরটি পরিবেশিত হয়।

গতবারের চেয়ে এবার ১০টি শিক্ষা বোর্ডে এক লাখ পাঁচ হাজার ৫৫ পরীক্ষার্থী বেড়েছে। গতবার পরীক্ষার্থী ছিল ১৩ লাখ ১৫ হাজার ২ জন। এর মধ্যে ছাত্র ৭ লাখ ৩৫ হাজার ২২৯ জন। ছাত্রী ৬ লাখ ৮৪ হাজার ৮২৮ জন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ১০টি বোর্ডে দুই বছর আগে ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষে নবম শ্রেণীতে নিবন্ধন করেছিল ১৫ লাখ ৮৯ হাজার ৭৪৩ জন। নিয়মিত এসব শিক্ষার্থীর মধ্যে পরীক্ষা দিচ্ছে ১১ লাখ ৪৩ হাজার ৯৫১ জন। অর্থাৎ ঝরে গেছে ৪ লাখ ৪৫ হাজার ৭৯২ জন। তবে অনিয়মিত ও মানোন্নয়নের জন্য গত বছরের চেয়ে এবার পরীক্ষার্থী বেড়েছে এক লাখের বেশি।

হিসেবে দেখা যায়, মাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়ার সংখ্যাটা প্রায় একই রকম থেকে যাচ্ছে প্রতিবছর। ঝরে পড়া বন্ধের জন্য বিনামূল্যে বই বিতরণ, উপবৃত্তি, দুপুরের খাবারসহ নানা ধরনের পদক্ষেপ নেয়ার পরও দেখা গেল শিক্ষার এই স্তরে ঝরে পড়ার সংখ্যা প্রায় একই থাকছে।

এর প্রধান কারণ দারিদ্র্য। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স সীমায় পরিবারগুলোর জন্য বাড়তি আয়ের চাপ থাকে। মেয়ে শিক্ষার্থীদের বাল্যবিয়ে হয়ে যাওয়াটাও ঝরে পড়ার একটি কারণ। এটিও দারিদ্র্য ও সামাজিক সংস্কারের কারণে হচ্ছে। সুতরাং সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এখানে স্থায়ী দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা রাখতে পারছে না। অন্যদিকে বাল্যবিয়ের মতো সামাজিক সংস্কার দূর করার তেমন উদ্যোগও নেই। বিভিন্ন এনজিও এ নিয়ে কথা বললেও তাদের কাজ প্রধানত টক শো-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে মঙ্গাপীড়িত অঞ্চলগুলোতে বাল্যবিয়ে একটি সাধারণ ঘটনা। মঙ্গা প্রশমিত হলেও মেয়েদের বাল্যবিয়ে দেয়ার সামাজিক সংস্কার এখনো সমানভাবে টিকে আছে। এখান থেকে বের হয়ে আসা সম্ভব হয়নি।

এক্ষেত্রে ঝরে পড়ার এলাকাভিত্তিক জরিপ হওয়া দরকার। তাহলে ঝরে পড়ার ট্রেন্ড বোঝা যাবে এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে। আমরা মনে করি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যে সব কর্মসূচি এ ক্ষেত্রে রয়েছে তা ঠিক আছে। সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্যের কারণে যদি কোন কোন অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা চালিয়ে যেতে অক্ষম হয়, সেক্ষেত্রে সেসব স্থানে নৈশ বিদ্যালয় চালু করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে কাজ করছে এমন এনজিওগুলোও সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। অন্তত বাল্যবিয়ে বন্ধে এনজিওগুলো বড় দায়িত্ব পালন করতে পারে। এছাড়া উপবৃত্তি, দুপুরের খাওয়া প্রভৃতি কর্মসূচিতে কিছু কিছু অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। সরকারের সেদিকে নজর দিতে হবে। মোট কথা ঝরে পড়া বন্ধ করার জন্য দারিদ্র্য উপশম কিংবা বাল্যবিয়ের মতো সামাজিক সংস্কার দূর করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত এক টার্গেট ওরিয়েন্টেস কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।